আল-কাসাস | Al-Qasas | ٱلْقَصَص

আয়াতঃ ২৮ : ১৪

আরবি মূল আয়াত:

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسۡتَوٰۤی اٰتَیۡنٰهُ حُكۡمًا وَّ عِلۡمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۴﴾

অনুবাদসমূহ:

আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। — আল-বায়ান

মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল আর পূর্ণ পরিণত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। — তাইসিরুল

যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। — মুজিবুর রহমান

And when he attained his full strength and was [mentally] mature, We bestowed upon him judgement and knowledge. And thus do We reward the doers of good. — Sahih International

১৪. আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল(১) তখন আমরা তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম(২); আর এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।

(১) اشد শব্দের আভিধানিক অর্থ, শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌঁছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এমন এক সময় আসে, যখন অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কোন কোন মুফাসসির এটাকে ৩৪ বছর বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাকে আমরা পরিণত বয়স বলে থাকি এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে استوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, استوى তথা পরিণত বয়স ত্রিশ বছর থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর; তাছাড়া সূরা আল-আন'আমের ১৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা এসেছে]

(২) হুকুম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা-ধী-শক্তি ও বিচারবুদ্ধি। আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দ্বীনী জ্ঞান

বা ফিকহ। অথবা নিজের দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার পিতৃপুরুষদের দ্বীন। [ফাতহুল কাদীর] কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ-দাদা তথা ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে ও পরিণত বয়সে উপনীত হল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; [1] এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

[1] ‘প্রজ্ঞা ও জ্ঞান’ বলতে যদি নবুঅত বুঝানো হয়, তাহলে এই মর্যাদায় তিনি কিভাবে পৌঁছলেন তার বিবরণ পরে আসছে। আবার কিছু ব্যাখ্যাদাতার নিকট এর অর্থ নবুঅত নয়; বরং সাধারণ জ্ঞান যা তিনি পারিবারিক পরিবেশে থেকে শিখেছিলেন।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3266

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন